DECLARATION

I declare that the thesis entitled "বাংলা উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ " has been prepared by me under the guidance of Dr. Ankush Bhatta, Professor of Bengali, Department of Bengali, University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

সাগরিকা দত্ত (সরকার) 20.12.'20

SAGARIKA DUTTA (SARKAR)
Research Scholar
Department of Bengali
University of North Bengal
Rajarammohanpur, Dist. Darjeeling
Pin - 734013

শ্রীমতী সাগরিকা দত্ত (সরকার) আমার তত্ত্বাবধানে **'বাংলা উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ'** নিয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন। এই অভিসন্দর্ভটিকে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি (বাংলা) উপাধি পরীক্ষার জন্য দাখিল করবার যোগ্য বিবেচনা করি।

অঙ্কুশ ভট্ট ৬/১২/২০১৫

অঙ্কুশ ভট্ট
অবসৃত অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্‌কথন

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর ও মালদহ - এই বিশাল ভূখন্ড নানান বৈচিত্র্যে ভরা। এই ব্যাপ্ত ভৌগোলিক এলাকাই উত্তরবঙ্গ নামে আখ্যায়িত। এখানকার ভূপ্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে ভরপুর। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুভবী মানুষকে আকৃষ্ট করে বারবার। দিগন্তে আঁকা পর্বতশ্রেণি, উঁচু-নিচু পাহাড়, স্রোতস্বিনী পাহাড়ী নদী, ঢেউখেলানো চাবাগিচা, ঘন রহস্যময় বনজঙ্গল, সবুজ নির্মল ফসলের খেত সৃজনশীল মানুষকে মোহিত করে। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের আদিম বনভূমি ও চা-বাগানের মাঝখানে নানান উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জীবনধারা। রেলপথ নির্মাণ ও চা-বাগানকে কেন্দ্র করে ছোটনাগপুর, রাঁচী, দুমকা, হাজারিবাগ, চাইবাসা, কেওনঝর, মধ্যপ্রদেশের বস্তার প্রভৃতি নানান জায়গা থেকে প্রচুর আদিবাসী মানুষজন উত্তরবঙ্গে কাজের জন্য এসে পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে গেছেন। এসেছেন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর উদ্বাস্তু মনুষজন। রয়েছে এখানকার আদি বাসিন্দারাও। রাজবংশী, মেচ, সাঁওতাল, মুন্ডা, রাভা, মালপাহাড়ী, ওরাওঁ, খেড়িয়া, শবর, লেপচা, বোড়ো, টোটো, নেপালী, ভুটানী ইত্যাদি বহু জনজাতি মিলেমিশে এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ গড়ে তুলেছে। ভাষা, কৃষ্টি, লোকসংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা ইত্যাদি সব কিছুতেই অনন্য বিচিত্রতা। বৈচিত্র্যময় জীবনজীবিকার পাশাপাশি রয়েছে জীবনসংগ্রামের ঘাতপ্রতিঘাত, রাজনৈতিক টানাপোড়েন। দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর লড়াইকে আরো সঙ্কটময় করে তুলেছে একের পর এক বন্ধ চা-বাগান। স্বাভাবিকভাবেই এই বিচিত্রতা সাহিত্যসৃষ্টির প্রচুর উপাদান এনে দেয়। বিশেষত কথাসাহিত্য। উত্তরবঙ্গ স্বমহিমায় স্থান করে নেয় বাংলা উপন্যাসে। উত্তরবঙ্গের নিসর্গ বা মানুষজনের পরিচয় জীবন্ত করে তুলবার জন্য মূল গ্রন্থ থেকে অনেক অংশ সরাসরি উদ্ধৃত করতে হয়েছে।

ছোটবেলা থেকে উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়িতে বসবাস এবং স্নাতক স্তরে আলিপুরদুয়ার কলেজে পড়বার সুযোগ আমি পেয়েছি। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। সাহিত্যের ছাত্রী হবার কারণে ছোটবেলা থেকেই নেশা উত্তরবঙ্গের লেখকদের জানবার। অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেইসঙ্গে আরো যাঁরা উত্তরবঙ্গকে নানাভাবে তাঁদের সৃজনে নিয়ে এসেছেন। তাঁদের নির্মাণে উত্তরবঙ্গ কীভাবে এসেছে এ নিয়ে কাজ করবার স্বপ্ন ছাত্রীজীবন থেকেই বয়ে নিয়ে চলেছি। স্নাতক স্তর পেরোতে না পেরোতেই বিয়ে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশুনোয় নিজেকে নিমগ্ন রাখবার চেষ্টা করেছি। সদ্যজাত কন্যা সহ স্নাতকোত্তর স্তরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়বার পর জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র শিক্ষক শিক্ষন মহাবিদ্যালয় থেকে বি.এড উত্তীর্ণ হবার পর থেকেই চেষ্টা করছিলাম কিভাবে আমার গবেষণা করবার স্বপ্নটিকে সফল করা

যায়। এর পরেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সুযোগ পেয়ে কার্শিয়াং ডাউহিল গভর্নমেন্ট স্কুলে বাংলা শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করি। তারপরে জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা পদে নিয়োজিত হই।

আমার স্বপ্নকে পূরণ করবার এই দুরূহ কাজটি করতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়কে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁর অনুপ্রেরণা, অকৃত্রিম সহায়তা এবং গঠনমূলন নির্দেশ ছাড়া এই গবেষণা সন্দর্ভ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। আর যাঁর কথা না বললেই নয়,তিনি উত্তরবঙ্গের সুনামী লেখক ড. অমিত কুমার দে। তিনি নানাভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন আমার এই কাজে। নানা বইপত্রের সন্ধান দিয়েছেন। নানা সময়ে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি। সবসময় সঠিক পথ দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে আমি ভীষণভাবে ঋণী।

সাহায্য পেয়েছি কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন গবেষণা কেন্দ্রের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দিয়ে এবং পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে যাঁদের কথা বলতেই হয় - আমার বাবা কেশব চন্দ্র সরকার, মা গীতা সরকার, স্বামী কালীপ্রসাদ দত্ত (রামু), আমার শাশুড়িমা স্বর্গীয়া গীতা দত্ত, দাদা পিনাকী সরকার, অমিত কুমার দে-র স্ত্রী পপি দে, আমার শিক্ষক স্বর্গীয় বিষ্ণুদাস মিত্র, ডাউহিল স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা স্বর্গীয়া সুচিত্রা বাসু, অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট-র স্ত্রী তপতী ভট্ট প্রমুখ আমায় প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই। চিকিৎসা বিভাগের ছাত্রী আমার কন্যা কাহিনী (ঊর্মি)-র কথা না বললেই নয়, যার এক বুক স্বপ্ন তার মা সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য সামলে এত ব্যস্ততার মধ্যেও একদিন হয়তো গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করবে। আরো অনেকের কথাই স্বল্প পরিসরের কারণে উহ্যই রয়ে গেল। মুন্সীয়ানার অভাবে এ দুরূহ কাজটি করতে গিয়ে আমার হয়তো অনেক ভুল ত্রুটি হয়ে গেল, সেগুলোর জন্য মার্জনা চাইছি।

এই কাজ করতে করতে উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চা নিয়ে আগামী দিনে আরো অনেক কাজ করবার একটা গভীর প্রেরণা পেলাম - সেটাও আমার কাছে এক অসীম প্রাপ্তি।

সাগরিকা দত্ত ৬/১২/২০১৪

সাগরিকা দত্ত (সরকার)